BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (2nd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : SALATER WAKTO SOMUHO

كِتَابُ مَوَاقِيْتُ الصَّلَاةِ

অধ্যায়

সালাতের ওয়াক্তসমূহ

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ مَوَاقِيْتُ الصَّلَاةِ

অধ্যায় ঃ সালাতের ওয়াক্তসমূহ

٣٥١. بَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

৩৫১. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের সময় ও তার ফযীলত।

وَقَوْلُهُ : اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا - وَقْتُهُ عَلَيْهِمْ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "নিশ্চয়ই সালাত মু'মিনদের উপর নির্ধারিত ফরয।" আয়াতে ব্যবহৃত 'মাওকূতান' (مَوْقُوْتًا) শব্দটি 'মুয়াক্কাতান' (مُؤَقَّتًا)-এর অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে ফরয – যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

٤٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ اَخَّرَالصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَاهٰذَا يَامُغِيْرَةُ اَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ صَلّٰى فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلّٰى فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلّٰى فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلّٰى فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلّٰى فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِهٰذَا اُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ اِعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ اَوَ اَنَّ جِبْرِيْلَ هُوَ اَقَامَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُرْوَةُ كَذَالِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ .

banglainternet.com

৪৯৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....ইব্ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) একদিন কোন এক সালাত আদায়ে বিলম্ব করলেন। তখন উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.) তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন যে, ইরাকে অবস্থানকালে মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) একদিন এক সালাত আদায়ে বিলম্ব করেছিলেন। ফলে আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, হে মুগীরা ! একি ? তুমি কি অবগত নও যে, জিব্‌রাঈল (আ.) অবতরণ করে সালাত আদায় করলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺও সালাত আদায় করলেন। আবার তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। আবার তিনি সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺও সালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺও সালাত আদায় করলেন। তারপর জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, এরই জন্য[১] আমি আদিষ্ট হয়েছি। উমর (ইব্ন আবদুল আযীয) (র.) উরওয়া (র.)-কে বললেন, "তুমি যা রিওয়ায়াত করছ তা একটু ভেবে দেখ। জিব্‌রাঈলই কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন ?" উরওয়া (র.) বললেন, বাশীর ইব্ন আবূ মাসউদ (র.) তাঁর পিতা থেকে এরূপই বর্ণনা করতেন। উরওয়া (র.) বলেন ঃ অবশ্য আয়িশা (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন মুহূর্তে আসরের সালাত আদায় করতেন যে, সূর্যরশ্মি তখনও তাঁর হুজরার মধ্যে বিরাজমান থাকত। তবে তা উপরের দিকে উঠে যাওয়ার আগেই।

٣٥٢. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

৩৫২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে এবং তোমরা তাঁকে ভয় কর আর সালাত কায়িম কর, এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

٤٩٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّا مِنْ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ اِلَيْكَ اِلَّا فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا اِلَىَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَاَنْهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيْرِ .

৪৯৮ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবদুল কায়স গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে এসে বলল, আপনার ও আমাদের মাঝে সে 'রাবীআ' গোত্র থাকায় শাহরে হারাম (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের এমন কিছু নির্দেশ দিন যা আমরা

banglainternet.com

১. অর্থাৎ যে সময়ে যে সালাত আদায় করা হয়েছে, ঠিক সে সময়ে সে সালাত আদায় করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

নিজেরাও গ্রহণ করব এবং আমাদের যারা পিছনে রয়ে গেছে তাদের প্রতিও আহবান জানাব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদের চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, আর চারটি বিষয় থেকে তোমাদের নিষেধ করছি। নির্দেশিত বিষয়ের মাঝে একটি হল 'ঈমান বিল্লাহ্' (আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা)। তারপর তিনি তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝালেন যে, 'ঈমান বিল্লাহ্র' অর্থ হল, এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই আর আমি আল্লাহ্র রাসূল; সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, আর গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দান করা। আর তোমাদের নিষেধ করছি কদুর পাত্র, সবুজ রঙের মাটির পাত্র, বিশেষ ধরনের তৈলাক্ত পাত্র ও গাছের গুড়ি খোদাই করে তৈরী পাত্র ব্যবহার করতে।

٣٥٣. بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى اِقَامَةِ الصَّلَاةِ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত কায়েমের বায়'আত গ্রহণ।

٤٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৪৯৯ মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র.).....জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানকে নসীহত করার বায়'আত গ্রহণ করেছি।

٣٥٤. بَابُ الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

৩৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত হল (গুনাহর) কাফ্ফারা।

٥٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيْقٌ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ اَنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ اِنَّكَ عَلَيْهِ اَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيٌّ . قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي اَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ وَلَدِهِ وَ جَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَيْسَ هٰذَا اُرِيْدُ وَلٰكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ اَيُكْسَرُ اَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ اِذًا لَا يُغْلَقَ اَبَدًا قُلْنَا اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا اَنَّ دُوْنَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ اِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثٍ لَيْسَ بِالْاَغَالِيْطِ فَهِبْنَا اَنْ نَسْاَلَ حُذَيْفَةَ فَاَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَاَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ .

banglainternet.com

৫০০ মুসাদ্দাদ (র.).....হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা উমর (রা.) -এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ফিত্না সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে স্মরণ রেখেছ ? হযরত হুযাইফা (রা.) বললেন, 'যেমনি তিনি বলেছিলেন হুবহু তেমনিই আমি মনে রেখেছি।' উমর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী স্মরণ রাখার ব্যাপারে তুমি খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছ। আমি বললাম, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন) মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশীদের ব্যাপারে যে ফিত্নায় পতিত হয়– সালাত, সিয়াম, সাদাকা, (ন্যায়ের) আদেশ ও (অন্যায়ের) নিষেধ তা দূরীভূত করে দেয়। হযরত উমর (রা.) বললেন, তা আমার উদ্দেশ্যে নয়। বরং আমি সেই ফিত্নার কথা বলছি, যা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় উত্তাল হবে। হুযাইফা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা, আপনার ও সে ফিত্নার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, সে দরজাটি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেওয়া হবে ? হুযাইফা (রা.) বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা.) বললেন, তাহলে তো আর কোন দিন তা বন্ধ করা যাবে না। [হুযাইফা (রা.)-এর ছাত্র শাকীক (র.) বলেন], আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত উমর (রা.) কি সে দরজাটি সম্পর্কে জানতেন ? হুযাইফা (রা.) বললেন, হাঁ, দিনের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত, তেমনি নিশ্চিতভাবে তিনি জানতেন। কেননা, আমি তাঁর কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা মোটেও ভুল নয়। (দরজাটি কী) এ বিষয়ে হুযাইফা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তাই, আমরা মাসরূক (র.)-কে বললাম এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, দরজাটি উমর (রা.) নিজেই।

٥٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنْ إِمْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلِيْ هٰذَا قَالَ لِجَمِيْعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ .

৫০১ কুতাইবা (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুম্বন করে বসে। পরে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁর গোচরীভূত করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ "দিনের দু'প্রান্তে–সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম অংশে সালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ভাল কাজ পাপাচারকে মিটিয়ে দেয়"। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ কি শুধু আমার বেলায় ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার সকল উম্মাতের জন্যই।

٣٥٥. بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا

banglainternet.com

৩৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ যথাসময়ে সালাত আদায়ের ফযীলত।

٥٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ

سَمِعْتُ اَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَاَشَارَ اِلٰى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِاسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي .

৫০২ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক (র.).....আবূ আমর শায়বানী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)-এর বাড়ীর দিকে ইশারা করে বলেন, এ বাড়ীর মালিক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ আমল আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় ? তিনি বললেন,'যথাসময়ে সালাত আদায় করা। ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, এরপর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কোন্‌টি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এরপর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ)। ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বলেন, এগুলো তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেনই, যদি আমি আরও বেশী জানতে চাইতাম, তাহলে তিনি আরও বলতেন।

٣٥٦. بَابُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

৩৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত (গুনাহ্‌সমূহের) কাফ্‌ফারা।

٥٠٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهَرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَاتَقُوْلُ ذَالِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَايُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَالِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا .

৫০৩ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "বলত যদি তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে ? তারা বললেন, তার দেহে কোনরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ এ হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা (বান্দার) গুনাহ্‌সমূহ মিটিয়ে দেন।

٣٥٧. بَابُ تَضْيِيْعِ الصَّلٰوةِ عَنْ وَقْتِهَا

৩৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করে তার হক নষ্ট করা।

banglainternet.com

٥٠٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا

كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ الصَّلاَةُ قَالَ أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا ٠

৫০৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)……আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আজকাল কোন জিনিসই সে অবস্থায় পাই না, যেমন নবী ﷺ -এর যুগে ছিল। প্রশ্ন করা হল, সালাতও কি ? তিনি বললেন, সে ক্ষেত্রেও যা হক নষ্ট করার তা-কি তোমরা নষ্ট করনি?[1]

٥٠٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ وَهَذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ ، وَقَالَ بَكْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ نَحْوَهُ ٠

৫০৫ আমর ইব্ন যুরারা (র.)…….যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দামেশ্‌কে আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে যা কিছু পেয়েছি তার মধ্যে কেবলমাত্র সালাত ছাড়া আর কিছুই বহাল নেই। কিন্তু সালাতকেও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বাক্‌র (র.) বলেন, আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন বক্‌র বুরসানী (র.) উসমান ইব্ন আবূ রাওওয়াদ (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৫৮. بَابُ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

৩৫৮. অনুচ্ছেদ : মুসল্লী সালাতে তার মহান প্রতিপালকের সঙ্গে গোপনে কথা বলে।

٥٠٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، وَقَالَ شُعْبَةُ لاَ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَبْزُقُ فِي الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ٠

৫০৬ মুসলিম ইব্ন ইব্‌রাহীম (র.)…….আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে গোপনে কথা

banglainternet.com

১. অর্থাৎ, মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায আদায় না করে দেরী করে আদায় করা কিংবা যথাসময়ে আদায় না করে সময় চলে যাওয়ার পর আদায় করা। মুহাল্লাব (র.)–এর মতে এখানে মুস্তাহাব সময় থেকে বিলম্বে আদায় করার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, সে সময় গভর্ণর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ ও বাদশাহ ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক দেরী করে সালাত আদায় করতেন। মূলত হযরত আনাস (রা.) সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। —আইনী।

বলে। কাজেই, সে যেন ডানদিকে থুথু না ফেলে, তবে (প্রয়োজনে) বাম পায়ের নীচে ফেলতে পারে। তবে সায়ীদ (র.) কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, সে যেন সামনের দিকে থুথু না ফেলে, কিন্তু বামদিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলতে পারে। আর শু'বা (র.) বলেন, সে যেন কিব্‌লার দিকে অথবা ডান দিকে থুথু না ফেলে, কিন্তু বামদিকে অথবা পায়ের তলায় ফেলতে পারে। আর হুমাইদ (র.) আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, সে যেন কিব্‌লার দিকে বা ডানদিকে থুথু না ফেলে, কিন্তু বামদিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলতে পারে।

٥٠٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُوْدِ وَلَا يَبْسُطُ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ .

৫০৭ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সিজদায় মধ্যপন্থা[১] অবলম্বন কর। তোমাদের কেউ যেন তার বাহুদ্বয় বিছিয়ে না দেয় কুকুরের মত। আর যদি থুথু ফেলতে হয়, তাহলে সে যেন সামনে ও ডানে না ফেলে। কেননা, সে তখন তার প্রতিপালকের সঙ্গে গোপন কথায় লিপ্ত থাকে।

٣٥٩. بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

৩৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রচণ্ড গরমের সময় যুহরের সালাত ঠাণ্ডায় আদায় করা।

٥٠٨ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৫০৮ আয়্যুব ইব্‌ন সুলাইমান (র.).....আবূ হুরায়রা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়, তখন গরম কমলে সালাত আদায় করবে। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের অংশ।

٥٠٩ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرْ انْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ .

banglainternet.com

১. সিজ্‌দায় মধ্যপন্থা অবলম্বন দ্বারা সিজ্‌দার সময় উভয় হাত মাটিতে স্থাপন করে কনুইকে ভূমি, পাঁজর, পেট ও উরু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখার কথা বলা হয়েছে। —আইনী।

৫০৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র.).....আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুআয্‌যিন আযান দিলে তিনি বললেনঃ ঠাণ্ডা হতে দাও, ঠাণ্ডা হতে দাও। অথবা তিনি বললেন, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। তিনি আরও বলেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফলেই সৃষ্টি হয়। কাজেই গরম যখন বেড়ে যায় তখন গরম কমলেই সালাত আদায় করবে। এমনকি (বিলম্ব করতে করতে বেলা এতটুকু গড়িয়ে গিয়েছিল যে) আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম।

٥١٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ اَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ اَشَدُّ مَاتَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَاتَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ .

৫১০ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ মাদীনী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন গরম বৃদ্ধি পায় তখন তোমরা তা কমে এলে (যুহরের) সালাত আদায় করো। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ। (তারপর তিনি বলেন), জাহান্নাম তার প্রতিপালকের কাছে এ বলে নালিশ করেছিল, হে আমার প্রতিপালক ! (দহনের প্রচণ্ডতায়) আমার এক অংশ আর এক অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দু'টি শ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন, একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। আর সে দু'টি হলো, তোমরা গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতকালে যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভব কর তাই।

٥١١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ تَابَعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيٰى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ .

৫১১ উমর ইবন হাফ্‌স (র.).....আবূ সায়ীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যুহরের সালাত গরম কমলে আদায় কর। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সুফইয়ান, ইয়াহ্ইয়া এবং আবূ আওয়ানা (র.) আ'মাশ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٦٠. بَابُ الْاِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

৩৬০. অনুচ্ছেদ ঃ সফরকালে গরম কমে গেলে যুহরের সালাত আদায়।

banglainternet.com

٥١٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِي اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ اَبُو الْحَسَنِ مَوْلٰى لِبَنِي تَيْمِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَاَرَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُؤَذِّنَ

لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَتَفَيَّأُ تَتَمَيَّلُ .

৫১২ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র.)........আবূ যার্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এক সময় মুয়ায্‌যিন যুহরের আযান দিতে চেয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ গরম কমতে দাও। কিছুক্ষণ পর আবার মুয়ায্‌যিন আযান দিতে চাইলে নবী ﷺ (পুনরায়) বললেন ঃ গরম কমতে দাও। এভাবে তিনি (সালাত আদায়ে) এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম। তারপর নবী ﷺ বললেন ঃ গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। কাজেই গরম প্রচন্ড হলে উত্তাপ কমার পর সালাত আদায় করো। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, হাদীসে تَتَفَيَّأُ শব্দটি تَتَمَيَّلُ ঝুঁকে পড়া, গড়িয়ে পড়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣٦١. بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ

৩৬১. অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের ওয়াক্ত হয় সূর্য ঢলে পড়লে। জাবির (রা.) বলেন, দুপুরে নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন।

٥١٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ فَلاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ مَادُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ .

৫১৩ আবুল ইয়ামান (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সূর্য ঢলে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে এলেন এবং যুহরের সালাত আদায় করলেন।[১] তারপর মিম্বরে

১. পূর্বোক্ত হাদীসগুলোতে বুঝা যায় গরমের দিনে যুহরের সালাত উত্তাপ হ্রাস পাওয়ার পর পড়া উত্তম। আর এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলার পর সালাত আদায় করলেন। এ দু' হাদীসে মূলত কোন বিরোধ নেই। সূর্য ঢলার পরই যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। তবে গরমের দিনে দেরী করে পড়া ভাল। কোন কারণে সূর্য ঢলার সাথে সাথে আদায় করে ফেললে সালাত যথাসময়ে আদায় হয়ে যায়। তবে বিনা প্রয়োজনে উত্তমের বিপরীত না করা উচিত।

banglainternet.com

দাঁড়িয়ে কিয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, কিয়ামতে বহু ভয়ানক ঘটনা ঘটবে। এরপর তিনি বলেন, আমাকে কেউ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাইলে করতে পারে। আমি যতক্ষণ এ বৈঠকে আছি, এর মধ্যে তোমরা আমাকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করবে আমি তা জানিয়ে দিব। এ শুনে লোকেরা খুব কাঁদতে শুরু করল। আর তিনি বলতে থাকলেন ঃ আমাকে প্রশ্ন কর, আমাকে প্রশ্ন কর। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাইফা সাহমী (রা.) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার পিতা 'হুযাইফা'। এরপর তিনি অনেকবার বললেন ঃ আমাকে প্রশ্ন কর। তখন হযরত উমর (রা.) নতজানু হয়ে বসে বললেন, "আমরা আল্লাহ্কে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসাবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট। এরপর নবী ﷺ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন ঃ এক্ষুনি এ দেওয়ালের পাশে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছিল ; এত উত্তম ও এত নিকৃষ্টের মত কিছু আমি আর দেখিনি।

٥١٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَابَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَقَالَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ لَقِيْتُهُ مَرَّةً فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ .

৫১৪ হাফ্স ইব্ন উমর (র.).....আবূ বারযা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন, যখন আমাদের একজন তার পার্শ্ববর্তী অপরজনকে চিনতে পারত। আর এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং যুহরের সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ত। তিনি আসরের সালাত আদায় করতেন এমন সময় যে, আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে পারত, তখনও সূর্য সতেজ থাকত। রাবী বলেন, মাগরিব সম্পর্কে তিনি [আবূ বারযা (রা.)] কী বলেছিলেন, আমি তা ভুলে গেছি। আর ইশার সালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতে তিনি কোনরূপ দ্বিধাবোধ করতেন না। তারপর রাবী বলেন, রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতে অসুবিধা বোধ করতেন না। আর মু'আয (র.) বর্ণনা করেন যে, শু'বা (র.) বলেছেন, পরে আবুল মিনহালের (র.) সংগে সাক্ষাত হয়েছিল, সে সময় তিনি বলেছেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে অসুবিধা বোধ করতেন না।

٥١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالظَّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ .

banglainternet.com

৫১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে গরমের সময় সালাত আদায় করতাম, তখন উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাপড়ের উপর সিজ্‌দা করতাম।

٣٦٢. بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

৩৬২. অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের সালাত আসরের ওয়াক্তের আগ পর্যন্ত বিলম্ব করা।

٥١٦ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قَالَ عَسَى .

৫১৬ আবূ নু'মান (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা শরীফে অবস্থানকালে (একবার) যুহর ও আসরের আট রাকাআত এবং মাগরিব ও ইশার সাত রাকাআত একত্রে মিলিয়ে আদায় করেন।১ আয়্যুব (র.) বলেন, সম্ভবত এটা বৃষ্টির রাতে হয়েছিল। জাবির (র.) বললেন, সম্ভবত তাই।

٣٦٣. بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের ওয়াক্ত।

٥١٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا .

৫১৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন যে, তখনো সূর্যরশ্মি ঘরের বাইরে যায়নি।

٥١٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا .

৫১৮ কুতাইবা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময়

১. ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, বাড়ীতে অবস্থানকালে কোন প্রকার ভয় বা বৃষ্টি না থাকলে এরূপ করা যাবে না। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে ওযর থাকলে, কিংবা সফরের অবস্থায় এরূপ মিলিয়ে পড়া যাবে বলে ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও মালিক (র.) মনে করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পৃথক পৃথক নিয়্যাতের মাধ্যমে প্রান্তিক সময়ে দু'টি সালাত আদায় করা যেতে পারে। তবে দু'টোই পৃথক পৃথকভাবে আদায় করতে হবে। এক নিয়্যাতে একত্রে আদায় করা জায়িয নয়।

banglainternet.com

আসরের সালাত আদায় করেছেন যে, সূর্যরশ্মি তখনো তাঁর ঘরের মধ্যে ছিল, আর ছায়া তখনো তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েনি।

٥١٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ وَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ .

৫১৯ আবূ নু'আইম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আসরের সালাত আদায় করতেন, আর সূর্যকিরণ তখনো আমার ঘরে থাকত। সালাত আদায় করার পরও পশ্চিমের ছায়া ঘরে দৃষ্টিগোচর হত না। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র.)] বলেন, ইমাম মালিক, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ, শুআইব ও ইব্ন আবূ হাফস্ (র.) উক্ত সনদে এ হাদীসটির বর্ণনায়, 'সূর্যরশ্মি আমার ঘরের ভিতরে থাকত, ঘরের মেঝে ছায়া নেমে আসেনি' এরূপ বলেছেন।

٥٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيْرَ الَّتِي تَدْعُوْنَهَا الأُوْلَى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ .

৫২০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).....সায়্যার ইব্ন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি ও আমার পিতা আবূ বারযা আসলামী (রা.)-এর কাছে গেলাম। আমার পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরয সালাতসমূহ কিভাবে আদায় করতেন ? তিনি বললেন, আল-হাজীর, যাকে তোমরা আল-উলা বা যুহর বলে থাক, তা তিনি আদায় করতেন যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ত। আর আসরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, তারপর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার ঘরে ফিরে যেতো আর সূর্য তখনও সতেজ থাকতো। মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন তা আমি ভুলে গেছি। আর ইশার সালাত যাকে তোমরা 'আতামা' বলে থাক, তা তিনি বিলম্বে আদায় করা পসন্দ করতেন। আর তিনি ইশার সালাতের আগে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা অপসন্দ করতেন। তিনি ফজরের সালাত এমন সময় সমাপ্ত করতেন যখন প্রত্যেকে তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

banglainternet.com

٥٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْاِنْسَانُ اِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ .

৫২১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করতাম। সালাতের পর লোকেরা আমর ইব্ন আওফ গোত্রের মহল্লায় গিয়ে তাদেরকে সালাত আদায় করা অবস্থায় পেত।[১]

٥٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَاعَمِّ مَاهٰذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهٰذِهِ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ .

৫২২ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).....আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.)-এর সঙ্গে যুহরের সালাত আদায় করলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-র কাছে গেলাম। আমরা গিয়ে তাঁকে আসরের সালাত আদায়ে রত পেলাম। আমি তাঁকে বললাম চাচা ! এ কোন সালাত যা আপনি আদায় করলেন ? তিনি বললেন, আসরের সালাত আর এ হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত, যা আমরা তাঁর সাথে আদায় করতাম।

٣٦٤. بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের ওয়াক্ত।

٥٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا اِلٰى قُبَاءٍ فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৫২৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আসরের সালাত আদায় করতাম, তারপর আমাদের কোন গমনকারী কুবার দিকে যেত এবং সূর্য যথেষ্ট উপরে থাকতেই সে তাদের কাছে পৌঁছে যেত।

٥٢٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

১. বর্ণ 'আমর মদীনা শরীফ থেকে দু' মাইল দূরে কুবা নামক স্থানে বসবাস রত ছিল। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মসজিদে নববীতে আসরের সালাত একটু আগে আদায় করা হত। আর অপরাপর মসজিদে একটু বিলম্বে আদায় করা হত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে অপর হাদীসের আলোকে দেরীতে আসর পড়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে অবশ্যই তা সূর্য কিরণ নিষ্পত হওয়ার আগে হতে হবে।

banglainternet.com

ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِى فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِى مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ .

৫২৪ আবুল ইয়ামান (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করতেন, আর সূর্য তখনও যথেষ্ট উপরে উজ্জ্বল অবস্থায় বিরাজমান থাকত। সালাতের পর কোন গমনকারী 'আওয়ালী'র[১] দিকে রওয়ানা হয়ে তাদের কাছে পৌঁছে যেত, আর তখনও সূর্য উপরে থাকত। আওয়ালীর কোন কোন অংশ ছিল মদীনা থেকে চার মাইল বা তার কাছাকাছি দূরত্বে।

٣٦٥. بَابُ اِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

৩৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তির আসরের সালাত ফাউত হল তার গুনাহ।

٥٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِى تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ - قَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ يَتِرَكُمْ وَتَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلْتَ لَهُ قَتِيْلاً أَوْ أَخَذْتَ مَالَهُ .

৫২৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তির আসরের সালাত ছুটে যায়, তাহলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, (আরবী পরিভাষায়) 'وَتَرْتُ الرَّجُلَ' বাক্যটি ব্যবহার করা হয় যখন কেউ কাউকে হত্যা করে অথবা মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়।

٣٦٦. بَابُ اِثْمِ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ

৩৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দিল তার গুনাহ।

٥٢٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِى غَزْوَةٍ فِى يَوْمٍ ذِى غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوْا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ .

banglainternet.com

১. আওয়ালী বা উঁচু এলাকা। মদীনার উপকণ্ঠে নজদের দিকের গ্রামগুলোকে আওয়ালী বা উঁচু এলাকা ধরা হত। আর তিহামার দিকের গ্রামগুলোকে "সাফিলা" (سافلة) বা নিম্নএলাকা বলা হত।

৫২৬ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....আবূ মালীহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা হযরত বুরাইদা (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। দিনটি ছিল মেঘাচ্ছন্ন। তাই বুরাইদা (রা.) বলেন, শীঘ্র আসরের সালাত আদায় করে নাও। কারণ নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।[১]

٣٦٧. بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের সালাতের ফযীলত।

٥٢٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلٰى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ - قَالَ اِسْمَاعِيْلُ افْعَلُوا لاَ تَفُوْتَنَّكُمْ .

৫২৭ হুমাইদী (র.).....জরীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ঐ চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভীড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্য উদয়ের এবং অস্ত যাওয়ার আগের সালাত (শয়তানের প্রভাবমুক্ত হয়ে) আদায় করতে পারলে তোমরা তাই করবে। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, "কাজেই তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ্ পাঠ কর সূর্য উদয়ের আগে ও অস্ত যাওয়ার আগে।" ইসমাঈল (র.) বলেন, এর অর্থ হল - এমনভাবে আদায় করার চেষ্টা করবে যেন কখনো ছুটে না যায়।

٥٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ .

---

১. আসরের সালাত ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কথাটি সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্য বলেছেন। কেননা, এ সময় ব্যবসায়ীরা কেনা-কাটার ও কৃষকরা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বাড়ী ফিরার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। আসরের সালাত ছেড়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে বিরাট গুনাহ। কিন্তু একটি গুনাহের জন্য অন্যসব নেক আমল বিনষ্ট হয় না।

BanglaInternet.com

৫২৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ ফিরিশ্‌তাগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হন। তারপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন্ অবস্থায় রেখে আসলে ? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। উত্তরে তাঁরা বলেন ; আমরা তাদের সালাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা সালাতে রত ছিলেন।

٣٦٨. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

৩৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যাস্তের পূর্বে যে ব্যক্তি আসরের এক রাকআত পায়।

٥٢٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ .

৫২৯ আবূ নু'আইম (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আসরের সালাতের এক সিজ্‌দা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্য উদিত হওয়ার আগে ফযরের সালাতের এক সিজ্‌দা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়।[১]

٥٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ أُوْتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا حَتّٰى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ أُوْتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيْلِ الْإِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ أُوْتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِينَا قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هٰؤُلاَءِ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلاً قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لاَ قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ .

---

১. হাদীসে উল্লিখিত সিজ্‌দা শব্দটি রাকাআতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হানাফী মতালম্বীগণের নিকট এরূপ সময়ে আসরের সালাত পূর্ণ করে নিতে হবে বটে, তবে ফজরের সময় এমন অবস্থা দেখা দিলে, সূর্য উঠার পর তা কাযা করতে হয়।

banglainternet.com

৫৩০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, পূর্বেকার উম্মাতের স্থায়িত্বের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব হল আসর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের অনুরূপ। তাওরাত অনুসারীদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল। তারা তদনুসারে কাজ করতে লাগল; যখন দুপুর হলো, তখন তারা অপারগ হয়ে পড়ল। তাদের এক এক 'কীরাত'[১] করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। তারপর ইন্-জীল অনুসারীদেরকে ইনজীল দেওয়া হল। তারা আসরের সালাত পর্যন্ত কাজ করে অপারগ হয়ে পড়ল। তাদেরকে এক এক 'কীরাত' করে পারিশ্রমিক দেওয়া হল। তারপর আমাদেরকে কুরআন দেওয়া হল। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলাম।[২] আমাদের দুই দুই 'কীরাত' করে দেওয়া হল। এতে উভয় কিতাবী সম্প্রদায় বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দুই দুই 'কীরাত' করে দান করেছেন, আর আমাদের দিয়েছেন এক এক কীরাত করে; অথচ আমলের দিক দিয়ে আমরাই বেশী। আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ তোমাদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে আমি কি তোমাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করেছি? তারা বলল, না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ এ হলো, আমার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তাকে দেই।

٥٣١ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ وَ النَّصَارٰى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُوْنَ لَهُ عَمَلاً اِلَى اللَّيْلِ فَعَمِلُوا اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لاَ حَاجَةَ لَنَا اِلٰى اَجْرِكَ فَاسْتَأْجَرَ اٰخَرِيْنَ فَقَالَ اَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ فَعَمِلُوْا حَتّٰى اِذَا كَانَ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوْا لَكَ مَا عَمِلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوْا اَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ .

৫৩১ আবূ কুরাইব (র.).....আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মুসলিম, ইয়াহূদী ও নাসারাদের উদাহরণ হল এরূপ, এক ব্যক্তি একদল লোককে কাজে নিয়োগ করল, তারা তার জন্য রাত পর্যন্ত কাজ করবে। কিন্তু অর্ধদিবস পর্যন্ত কাজ করার পর তারা বলল, আপনার পারিশ্রমিকের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। সে ব্যক্তি অন্য আরেক দল লোককে কাজে নিয়োগ করল এবং বলল, তোমরা দিনের বাকী অংশ কাজ কর, তোমরা আমার নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাবে। তারা কাজ করতে শুরু করল। যখন আসরের সালাতের সময় হল, তখন তারা বলল, আমরা যা কাজ করেছি তা আপনার জন্য রেখে গেলাম। তারপর সে ব্যক্তি আরেক দল লোককে কাজে নিয়োগ করল। তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনের বাকী অংশে কাজ করল এবং সে দুই দলের পূর্ণ পারিশ্রমিক হাসিল করে নিল।[৩]

---

১. এখানে 'কীরাত' শব্দ দিয়ে সাওয়াবের বিশেষ পরিমাণ বুঝানো হয়েছে।

২. হাদীসের এ দৃষ্টান্ত সময়ের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতার দ্বারা যথাক্রমে আমলের আধিক্য ও স্বল্পতা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা আসরের ওয়াক্ত প্রতি বস্তুর ছায়া দ্বিগুন হওয়ার পর আরম্ভ হওয়া প্রমাণিত হয়। যা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত। কারণ অন্যান্য ইমামগণের মতানুসারে এক গুন ছায়া হওয়ার পরপরই আসরের ওয়াক্ত এসে যাওয়া মেনে নিলে উম্মাতে মুহাম্মদীর আমলের হ্রস্বতা প্রকাশ পায়। —কিরমানী।

৩. পূর্বোক্ত হাদীসে উভয় দলের পারিশ্রমিক গ্রহণ করার কথা উল্লেখ আছে, আর বর্তমান হাদীসে বুঝা যায়, তারা পারিশ্রমিক পায়নি। কাজেই সুস্পষ্ট যে পূর্বের হাদীসটি ইয়াহূদীবাদ ও খৃষ্টবাদ রহিত হওয়ার পূর্বেকার ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে। আর বর্তমান হাদীসটি যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নবুয়্যাতকে অস্বীকার করেছে তাদের প্রসঙ্গে।—কিরমানী

٣٦٩. بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ الْمَرِيْضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৩৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের ওয়াক্ত। আতা (র.) বলেন, রুগ্ন ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতে পারবে।

٥٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّجَاشِيُّ اِسْمُهُ صُهَيْبٌ مَوْلٰى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَاِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ .

৫৩২ মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান (র.).....রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করে এমন সময় ফিরে আসতাম যে, আমাদের কেউ (তীর নিক্ষেপ করলে) নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার স্থান দেখতে পেত।

٥٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَاَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ اَحْيَانًا وَاَحْيَانًا اِذَا رَاٰهُمُ اجْتَمَعُوْا عَجَّلَ وَاِذَا رَاٰهُمْ اَبْطَؤُا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوْا اَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ .

৫৩৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র.).....মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র.) বলেন, হাজ্জাজ (ইব্ন ইউসুফ) (মদীনা শরীফে) এলে আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে সালাতের ওয়াক্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, (কেননা, হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ বিলম্ব করে সালাত আদায় করতেন)। তিনি বললেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত প্রচণ্ড গরমের সময় আদায় করতেন। আর আসরের সালাত সূর্য উজ্জ্বল থাকতে আদায় করতেন, মাগরিবের সালাত সূর্য অস্ত যেতেই আর ইশার সালাত বিভিন্ন সময়ে আদায় করতেন। যদি দেখতেন, সবাই সমবেত হয়েছেন, তাহলে সকাল সকাল আদায় করতেন। আর যদি দেখতেন, লোকজন আসতে দেরী করছে, তাহলে বিলম্বে আদায় করতেন। আর ফজরের সালাত তাঁরা কিংবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্ধকার থাকতে আদায় করতেন।

٥٣٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ اِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .

banglainternet.com

৫৩৪ মাক্কী ইব্ন ইব্‌রাহীম (র.).....সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম।

٥٣٥ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيْعًا وَثَمَانِيًا جَمِيْعًا .

৫৩৫ আদম (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (মাগরিব ও ইশার) সাত রাকআত ও (যুহর ও আসরের) আট রাকাআত একসাথে আদায় করেছেন।

٣٧٠. بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ

৩৭০. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবকে ইশা বলা যিনি পসন্দ করেন না।

٥٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ الْأَعْرَابُ وَتَقُوْلُ هِيَ الْعِشَاءُ .

৫৩৬ আবূ মা'মার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (র.).....আবদুল্লাহ্ মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বেদুঈনরা মাগরিবের সালাতের নামের ব্যাপারে তোমাদের উপর যেন প্রভাব বিস্তার না করে। রাবী (আবদুল্লাহ্ মুযানী (রা.) বলেন, বেদুঈনরা মাগরিবকে ইশা বলে থাকে।

٣٧١. بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ قَالَ أَبُوْا عَبْدِ اللّٰهِ وَالْاِخْتِيَارُ أَنْ يَقُوْلَ الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَمَةِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ وَقَالَ أَنَسٌ أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوْبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ-

৩৭১. অনুচ্ছেদ ঃ ইশা ও আতামা-এর বর্ণনা এবং যিনি এতে কোন আপত্তি করেন না।

আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফিকদের জন্য সবচে কষ্টকর সালাত হল ইশা ও ফজর। তিনি আরও বলেছেন যে, তারা যদি জানত, আতামা (ইশা) ও ফজরে কি কল্যাণ নিহিত আছে। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ইশা শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَمِنْ بَعْدِ

banglainternet.com

صَلاَةِ الْعِشَاءِ আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা পালাক্রমে নবী ﷺ-এর এখানে ইশার সালাতের সময় যেতাম। একবার তিনি তা দেরী [১] করে আদায় করেন। ইব্‌ন আব্বাস ও আয়িশা (রা.) থেকে (এরূপ) বর্ণনা করেন যে, নবী আতামা দেরী করে আদায় করেন। জাবির (রা.) বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করলেন। আবূ বারযা (রা.) বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করতেন। আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ শেষ ইশা [২] বিলম্বে আদায় করলেন। ইব্‌ন উমর, আবূ আয়্যূব ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন।

٥٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُوا النَّاسُ الْعَتَمَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَرَاَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَاِنَّ رَاْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدٌ .

৫৩৭ আবদান (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে ইশার সালাত আদায় করেন, যে সালাতকে লোকেরা 'আতামা' বলে থাকে। তারপর তিনি ফিরে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমরা জান কি ? এ রাত থেকে নিয়ে একশ' বছরের শেষ মাথায় আজ যারা ভূপৃষ্ঠে আছে তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

٣٧٢. بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ اِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ اَوْتَاَخَّرُوْا

৩৭২. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতের ওয়াক্ত লোকজন জমায়েত হয়ে গেলে বা বিলম্বে এলে।

٥٣٨ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَاَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَاِذَا قَلُّوا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.

৫৩৮ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).....মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে নবী ﷺ-এর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মধ্যাহ্ন গড়ালেই নবী ﷺ যুহরের সালাত আদায় করতেন এবং সূর্য সতেজ

১. ইশার সালাত দেরী করে আদায় করেছেন এর জন্য اَخَّرَ الْعِشَاءَ না বলে اَعْتَمَ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যাতে বর্ণনায় ইশা ও আতামা বলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি তার বর্ণনায় ইশা ও আতামা দু'টো শব্দই ব্যবহার করেছেন।

২. শেষ ইশা বলে ইশার সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, কোন কোন ক্ষেত্রে মাগরিবকেও ইশা বলা হয়।

banglainternet.com

থাকতেই আসর আদায় করতেন, আর সূর্য অস্ত গেলেই মাগরিব আদায় করতেন, আর লোক বেশী হয়ে গেলে ইশার সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন এবং লোক কম হলে দেরী করতেন, আর ফজরের সালাত অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন।

٣٧٣. بَابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতের ফযীলত।

٥٣٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإِسْلاَمُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ .

৫৩৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে বিলম্ব করলেন। এ হলো ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রসারের আগের কথা। (সালাতের জন্য) তিনি বেরিয়ে আসেননি, এমন কি উমর (রা.) বললেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। এরপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং মসজিদের লোকদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ "তোমরা ব্যতীত যমীনের অধিবাসীদের কেউ ইশার সালাতের জন্য অপেক্ষায় নেই।[১]

٥٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولاً فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلاَةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ لاَ يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৪০ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র.).....আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার সংগীরা–যারা (আবিসিনিয়া থেকে) জাহাজ যোগে আমার সংগে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন– বাকী'য়ে

১. এ হাদীসে ইশার সালাতের ফযীলতের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। আর তা এভাবে যে ইশার সালাতের জন্য ঘুম বর্জন করে অপেক্ষা করতে হয়, যা অন্য সালাতে নেই। সুতরাং এই অতিরিক্ত কষ্ট ও অপেক্ষার জন্য অধিক সাওয়াব পাওয়া যাবে, তাই স্বাভাবিক। কিংবা হাদীসটির অর্থ তোমরা ছাড়া যমীনের আর কেউ ইশার সালাতের জন্য অপেক্ষায় নেই– অর্থাৎ এ সালাত কেবল এই উম্মাতেরই বৈশিষ্ট্য। অতএব, এর ফযীলত সুস্পষ্ট।

বুতহানের একটি মুক্ত এলাকায় বসবাসরত ছিলাম। তখন নবী ﷺ থাকতেন মদীনায়। বুতহানের অধিবাসীরা পালাক্রমে একদল করে প্রতি রাতে ইশার সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে আসতেন। পালাক্রমে ইশার সালাতের সময় আমি ও আমার কতিপয় সঙ্গী নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। তখন তিনি কোন কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন, ফলে সালাত আদায়ে বিলম্ব করলেন। এমন কি রাত অর্ধেক হয়ে গেল। তারপর নবী ﷺ বেরিয়ে এলেন এবং সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে বললেন ঃ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে যাও। তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এটি এক নিয়ামত যে, তোমরা ব্যতীত মানুষের মধ্যে কেউ এ মুহূর্তে সালাত আদায় করছে না। কিংবা তিনি বলেছিলেন ঃ তোমরা ব্যতীত কোন উম্মাত এ সময় সালাত আদায় করেনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন্ বাক্যটি বলেছিলেন বর্ণনাকারী তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। হযরত আবূ মূসা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ কথা শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত মনে বাড়ী ফিরলাম।

٣٧٤. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

৩৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতের আগে ঘুমানো মাকরূহ।

٥٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا .

৫৪১ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র.).....আবূ বারযা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা অপসন্দ করতেন।

٣٧٥. بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

৩৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঘুম প্রবল হলে ইশার আগে ঘুমানো।

٥٤٢ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلاَةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ قَالَ وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانُوا يُصَلُّوْنَ فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ .

৫৪২ আয়্যুব ইব্ন সুলাইমান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে দেরী করলেন। উমর (রা.) তাঁকে বললেন, আস্-সালাত। নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর আর

banglainternet.com

কেউ এ সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে না। (রাবী বলেন) তখন মদীনা ব্যতীত অন্য কোথাও সালাত আদায় করা হত না। (তিনি আরও বলেন যে) পশ্চিম আকাশের 'শাফাক' অন্তর্হিত হওয়ার পর থেকে রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে তাঁরা ইশার সালাত আদায় করতেন।

٥٤٣ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتّٰى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ غَيْرُكُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا إِذَا كَانَ لَا يَخْشٰى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتّٰى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْهَا هٰكَذَا فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيْدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلٰى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذٰلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتّٰى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَا يَعْصِرُ وَلَا يَبْطُشُ إِلَّا كَذٰلِكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْا هٰكَذَا .

৫৪৩ মাহমূদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে কর্মব্যস্ততার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায়ে দেরী করলেন, এমন কি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর আবার জেগে উঠলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এলেন, তারপর বললেন ঃ তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর আর কেউ এ সালাতের অপেক্ষা করছে না। ঘুম প্রবল হওয়ার কারণে ইশার সালাত বিনষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকলে ইব্ন উমর (রা.) তা আগেভাগে বা বিলম্ব করে আদায় করতে দ্বিধা করতেন না। কখনও কখনও তিনি ইশার আগে নিদ্রাও যেতেন। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, এ বিষয়ে আমি আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে দেরী করেছিলেন, এমন কি লোকজন একবার ঘুমিয়ে জেগে উঠল, আবার ঘুমিয়ে পড়ে জাগ্রত হল। তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন, 'আস-সালাত'। আতা (র.) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তারপর আল্লাহ্র নবী ﷺ বেরিয়ে এলেন– যেন এখনো আমি তাঁকে দেখছি– তাঁর মাথা থেকে পানি টপ্‌কে পড়ছিল এবং তাঁর হাত মাথার উপর ছিল। তিনি

banglainternet.com

এসে বললেন ঃ যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে এভাবে (বিলম্ব করে) ইশার সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতাম। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে মাথায় হাত রেখেছিলেন তা কিভাবে রেখেছিলেন, বিষয়টি সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্য আতা (র.)-কে বললাম। আতা (র.) তাঁর আঙ্গুলগুলো সামান্য ফাঁক করলেন, তারপর সেগুলোর অগ্রভাগ সম্মুখ দিক থেকে (চুলের অভ্যন্তরে) প্রবেশ করালেন। তারপর আঙ্গুলীগুলো একত্রিত করে মাথার উপর দিয়ে এভাবে টেনে নিলেন যে, তার বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের সে পার্শ্বকে স্পর্শ করে গেল যা মুখমন্ডল সংলগ্ন চোয়ালের হাড্ডির উপর শ্মশ্রুর পাশে অবস্থিত। তিনি নবী ﷺ চুলের পানি ঝরাতে কিংবা চুল চাপড়াতে এরূপই করতেন। এবং তিনি বলেছিলেন ঃ যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে এভাবেই (বিলম্ব করে) সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতাম।

٣٧٦. بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ أَبُوْ بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيْرَهَا

৩৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত। আবূ বারযা (রা.) বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত দেরীতে আদায় করা পসন্দ করতেন।

٥٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ .

৫৪৪ আবদুর রহীম মুহারিবী (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে নবী ﷺ ইশার সালাত অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। তারপর সালাত আদায় করে তিনি বললেন ঃ লোকেরা নিশ্চয়ই সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। শোন ! তোমরা যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ তোমরা সালাতেই ছিলে। ইব্ন আবূ মারইয়াম (র.)-এর বর্ণনায় আরও আছে, তিনি বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র.) হুমাইদ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (হুমাইদ) আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, সে রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটির উজ্জ্বলতা আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি।

٣٧٧. بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

banglainternet.com

৩৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাতের ফযীলত।

٥٤٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ لِيْ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ كُنَّا عِنْدَ

النَّبِيِّ ﷺ اِذَا نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اَمَا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لاَ تُضَامُّوْنَ اَوْ لاَ تُضَامُوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ زَادَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا .

৫৪৫ মুসাদ্দাদ (র.).....জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন! এটি যেমন দেখতে পাচ্ছ– তোমাদের প্রতিপালককেও তোমরা তেমনি দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই তোমরা যদি সূর্য উঠার আগের সালাত ও সূর্য ডুবার আগের সালাত আদায়ে সমর্থ হও, তাহলে তাই কর। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ্ পাঠ করুন।" আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ইব্ন শিহাব (র.).....জারীর (রা.) থেকে আরো বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে খালি চোখে দেখতে পাবে।

٥٤٦ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنِى أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ أَنَّ أَبَابَكْرِ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهٰذَا .

৫৪৬ হুদবা ইব্ন খালিদ (র.).....আবূ বক্র ইব্ন আবূ মূসা (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুই শীতের (ফজর ও আসরের) সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। ইব্ন রাজা (র.) বলেন, হাম্মাম (র.) আবূ জামরা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ বক্র ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স (র.) তাঁর নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٤٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ حَبَّانَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ جَمْرَةَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৫৪৭ ইসহাক (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٧٨. بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

৩৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের ওয়াক্ত।

banglainternet.com

٥٤٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ

النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامُوا اِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ أَوْ سِتِّيْنَ يَعْنِى اٰيَةً .

৫৪৮ আম্‌র ইব্‌ন্ আসিম (র.).....যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাহরী খেয়েছেন, তারপর ফজরের সালাতে দাঁড়িয়েছেন। আনাস (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ দু'য়ের মাঝে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল ? তিনি বললেন, পঞ্চাশ বা ষাট আয়াত তিলাওয়াত করা যায়, এরূপ সময়ের ব্যবধান ছিল।

٥٤٩ حَدَّثَنَاحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ رَوْحًا حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلاَةِ فَصَلّٰى قُلْنَا لِاَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِى الصَّلاَةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

৫৪৯ হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ ও যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) একসাথে সাহরী খাচ্ছিলেন, যখন তাঁদের খাওয়া হয়ে গেল– আল্লাহ্‌র নবী ﷺ (ফজরের) সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। কাতাদা (র.) বলেন, আমরা আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁদের সাহরী খাওয়া থেকে অবসর হয়ে সালাত শুরু করার মধ্যে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল ? তিনি বললেন, একজন লোক পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে এতটুকু সময়।

٥٥٠ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ كُنْتُ اَتَسَحَّرُ فِى أَهْلِىْ ثُمَّ يَكُوْنُ سُرْعَةٌ بِى اَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৫৫০ ইসমায়ীল ইব্‌ন আবূ উওয়াইস (র.).....সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পরিবার-পরিজনের সাথে সাহরী খেতাম। খাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত পাওয়ার জন্য আমাকে খুব তাড়াহুড়া করতে হত।

٥٥١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ اِلٰى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلاَةَ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ .

৫৫১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিম মহিলাগণ সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের জামা'আতে হাযির হতেন। তারপর সালাত আদায় করে তারা যার যার ঘরে ফিরে যেতেন। আবছা আঁধারে কেউ তাঁদের চিনতে পারত না।

banglainternet.com

٣٧٩. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

৩৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকআত পেল।

٥٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُوْنَهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ .

৫৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে ফজরের সালাতের এক রাকআত পায়, সে ফজরের সালাত পেল।[১] আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে আসরের সালাতের এক রাকআত পেল সে আসরের সালাত পেল।[২]

٣٨٠. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

৩৮০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সালাতের এক রাকআত পেল।

٥٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .

৫৫৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাকআত পায়, সে সালাত পেল।[৩]

٣٨١. بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

৩৮১. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের পর সূর্য উঠার আগে সালাত আদায়।

٥٥٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِيْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِيْ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تُشْرِقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

৫৫৪ হাফস ইব্ন উমর (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কয়েকজন আস্থাভাজন ব্যক্তি আমার কাছে – যাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন উমর (রা.) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের পর সূর্য উজ্জ্বল হয়ে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

---

১. অর্থাৎ, তার উপর তা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং পরবর্তী সময়ে তা কাযা করে নিতে হবে।
২. এ অবস্থায় তাকে তখনই আসর পড়ে নিতে হবে।
৩. অর্থাৎ, এক রাকআত সালাত আদায়ের সমপরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকতেও যদি কারো উপর সালাত ফরয হয়, তাহলে তাকে এ সালাত পরবর্তী যে কোন সময় কাযা করে নিতে হবে।

banglainternet.com

٥٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهٰذَا .

৫৫৫ মুসাদ্দাদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট কয়েক ব্যক্তি এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا وَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَغِيْبَ تَابَعَهُ عَبْدَةُ .

৫৫৬ মুসাদ্দাদ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছা করো না। উরওয়া (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) আমাকে আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি সূর্যের একাংশ প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে পূর্ণরূপে উদিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায়ে বিলম্ব করো। আর যদি তার একাংশ ডুবে যায় তাহলে সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায়ে বিলম্ব করো। আবদাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٥٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الْاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِيْ بِفَرْجِهِ اِلَى السَّمَاءِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ .

৫৫৭ উবায়দ ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' ধরণের বেচা-কেনা করতে, দু'ভাবে পোষাক পরিধান করতে এবং দু'সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফজরের পর সূর্য পূর্ণরূপে উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আর পুরো শরীর জড়িয়ে কাপড় পরতে এবং এক কাপড়ে (যেমন লুঙ্গি ইত্যাদি পরে) হাঁটু খাড়া করে এমনভাবে বসতে যাতে লজ্জাস্থান উপরের দিকে খুলে যায় – নিষেধ করেছেন। আর মুনাবাযা[১] ও মুলামাসা[২] (এর পন্থায় বেচা-কেনা) নিষেধ করেছেন।

১. মুনাবাযাঃ বিভিন্ন দরের একাধিক পণ্যদ্রব্য একস্থানে রেখে মূল্য হিসেবে একটি অংক নির্ধারণ করে এ শর্তে বিক্রি করা যে, ক্রেতা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব থেকে পাথর নিক্ষেপ করে যে পণ্যের গায়ে লাগাতে পারবে, উল্লেখিত মূল্যে তাকে তা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এ পন্থার বেচা-কেনা "মুনাবাযা" বলে অভিহিত।

২. মুলামাসা ঃ একাধিক পণ্যের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্নভাবে মূল্য নির্ধারণ করে এভাবে বিক্রি করা যে, ক্রেতা যেটি স্পর্শ করবে, পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে তাকে অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের বেচাকেনা শরয়ী পরিভাষায় 'মুলামাসা' বলে অভিহিত। যেহেতু এতে পসন্দ অপসন্দের স্বাধীনতা থাকে না, তাই শরীয়াত এ দু'টো পন্থাকে নিষিদ্ধ করেছে।

banglainternet.com

٣٨٢. بَابُ لاَ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ الشَّمْسِ

৩৮২. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে সালাত আদায়ের উদ্যোগ নিবে না।

٥٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَتَحَرَّى اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَعِنْدَ غُرُوْبِهَا .

৫৫৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের উদ্যোগ না নেয়।

٥٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُنْدَعِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَصَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ .

৫৫৯ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, ফজরের পর সূর্য উদিত হয়ে (একটু) উপরে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত নেই।

٥٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ اَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلاَةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَا رَاَيْنَاهُ يُصَلِّيْهَا وَلَقَدْ نَهٰى عَنْهُمَا يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

৫৬০ মুহাম্মদ ইব্ন আবান (র.).....মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা এমন এক সালাত আদায় করে থাক-রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে কখনও তা আদায় করতে দেখিনি। বরং তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আসরের পর দু' রাকাআত আদায় করতে।

٥٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

৫৬১ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফজরের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

banglainternet.com

٣٨٣. بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاَةَ إِلاَّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ

৩৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ যিনি আসরের ও ফজরের পর ব্যতীত অন্য সময়ে সালাত আদায় মাকরূহ মনে করেন না। উমর, ইব্ন উমর, আবূ সায়ীদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ لاَأَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ مَاشَاءَ غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَغُرُوبَهَا .

৫৬২ আবূ নু'মান (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার সঙ্গীদের যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি সেভাবেই আমি সালাত আদায় করি। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে সালাতের ইচ্ছা করা ব্যতীত রাতে বা দিনে যে কোন সময় কেউ সালাত আদায় করতে চাইলে আমি নিষেধ করি না।

٣٨٤. بَابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

৩৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের পর কাযা বা অনুরূপ কোন সালাত আদায় করা। কুরাইব (র.) উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আসরের পর দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন এবং বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের লোকেরা আমাকে যুহরের পরবর্তী দু' রাকাআত সালাত আদায় থেকে ব্যস্ত রেখেছিল।

٥٦٣ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَ مَالَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ .

৫৬৩ আবূ নু'আইম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে মহান সত্তার শপথ, যিনি তাঁকে (নবী ﷺ-কে) উঠিয়ে নিয়েছেন, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দু' রাকাআত সালাত কখনই ছাড়েননি। আর সালাতে দাঁড়ানো যখন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, তখনই তিনি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তিনি তাঁর এ সালাত অধিকাংশ সময় বসে বসেই আদায় করতেন। আয়িশা (রা.) এ সালাত দ্বারা আসরের পরবর্তী দু' রাকাআতের কথা বুঝিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু' রাকাআত সালাত আদায় করতেন, তবে উম্মাতের উপর বোঝা হয়ে পড়ার আশংকায় তা মসজিদে আদায় করতেন না। কেননা, উম্মাতের জন্য যা সহজ হয় তাই তাঁর কাম্য ছিল।

banglainternet.com

٥٦٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِىْ قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنَ أُخْتِى مَاتَرَكَ النَّبِىُّ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِى قَطُّ .

৫৬৪ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে ভাগিনে! নবী ﷺ আমার কাছে উপস্থিত থাকার কালে আসরের পরবর্তী দু' রাকাআত কখনও ছাড়েননি।

٥٦٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

৫৬৫ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু' রাকাআত সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন অবস্থাতেই ছাড়তেন না। তা হল ফজরের সালাতের আগের দু' রাকাআত ও আসরের পরের দু' রাকাআত।

٥٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ الْاَسْوَدَ وَمَسْرُوْقًا شَهِدَ عَلٰى عَائِشَةَ قَالَتْ مَاكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَأْتِيْنِى فِىْ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ .

৫৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দিনই আসরের পর আমার কাছে আসতেন সে দিনই দু' রাকাআত সালাত আদায় করতেন।[১]

٣٨٥. بَابُ التَّبْكِيْرِ بِالصَّلَاةِ فِىْ يَوْمٍ غَيْمٍ

৩৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মেঘলা দিনে শীঘ্র সালাত আদায় করা।

٥٦٧ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى هُوَ ابْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِىْ قِلَابَةَ اَنَّ اَبَا الْمَلِيْحِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوْا بِالصَّلَاةِ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ .

৫৬৭ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).....আবূ মালীহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মেঘলা দিনে আমরা বুরাইদা (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন, শীঘ্র সালাত আদায় করে নাও। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।

১. পূর্বে উল্লিখিত একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আসরের পর আর কোন সালাত নেই। অথচ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পরে দু' রাকাআত পড়েছেন। এ দু' রাকাআত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ব্যক্তিগত আমল ছিল। উম্মাতের জন্য তা অনুসরণীয় নয়।

banglainternet.com

٣٨٦. بَابُ الْاَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

৩৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর আযান দেওয়া।

٥٦٨ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَخَافُ اَنْ تَنَامُوْا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ اَنَا اُوْقِظُكُمْ فَاضْطَجَعُوْا وَاَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ اِلٰى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ اَيْنَ مَاقُلْتَ قَالَ مَا اُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِيْنَ شَاءَ يَابِلَالُ قُمْ فَاَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّاَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلّٰى .

৫৬৮ ইমরান ইব্ন মাইসারা (র.).....আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। যাত্রী দলের কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাতের এ শেষ প্রহরে আমাদের নিয়ে যদি একটু বিশ্রাম নিতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার ভয় হচ্ছে সালাতের সময়ও তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে। বিলাল (রা.) বললেন, আমি আপনাদের জাগিয়ে দিব। কাজেই সবাই শুয়ে পড়লেন। এ দিকে বিলাল (রা.) তাঁর হাওদার গায়ে একটু হেলান দিয়ে বসলেন। এতে তাঁর দু'চোখ মুদে আসল। ফলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য কেবল উঠতে শুরু করেছে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগ্রত হলেন এবং বিলাল (রা.)-কে ডেকে বললেন, হে বিলাল ! তোমার কথা গেল কোথায় ? বিলাল (রা.) বললেন, আমার এত অধিক ঘুম আর কখনও পায়নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তোমাদের রূহ্ কব্য করে নিয়েছেন ; আবার যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তা তোমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন।[১] হে বিলাল! উঠ, লোকদের জন্য সালাতের আযান দাও। তারপর তিনি উযূ করলেন এবং সূর্য যখন উপরে উঠল এবং উজ্জ্বল হলো তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং সালাত আদায় করলেন।

٣٨٧. بَابُ مَنْ صَلّٰى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

৩৮৭. অনুচ্ছেদঃ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর লোকদের নিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করা ।।

٥٦٩ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ

banglainternet.com

১. অর্থাৎ- পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের পরও জাগ্রত হতে না পারা এ ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়। কাজেই তা ওযর হিসাবে গণ্য হবে।

بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلّٰى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

৫৬৯ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, খন্দকের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) এসে কুরাইশ গোত্রীয় কাফিরদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এখনও আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি, এমন কি সূর্য অস্ত যায় যায়। নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ ! আমিও তা আদায় করিনি। তারপর আমরা উঠে বুতহানের দিকে গেলাম। সেখানে তিনি সালাতের জন্য উযূ করলেন এবং আমরাও উযূ করলাম; এরপর সূর্য ডুবে গেলে আসরের সালাত আদায় করেন, তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করেন।

٣٨٨. بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيْدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشْرِيْنَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ

৩৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি কোন ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে ভুলে যায়, তাহলে যখন স্মরণ হবে, তখন সে তা আদায় করে নিবে। সে সালাত ব্যতীত অন্য সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। ইব্রাহীম (র.) বলেন, কেউ যদি বিশ বছরও এক ওয়াক্তের সালাত ছেড়ে দিয়ে থাকে তা হলে তাকে শুধু সে ওয়াক্তের সালাতই পুনরায় আদায় করতে হবে।

٥٧٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ وَمُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي قَالَ مُوْسٰى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعْدُ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৫৭০ আবূ নু'আইম ও মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ কোন সালাতের কথা ভুলে যায়, তাহলে যখনই স্মরণ হবে, তখন তাকে তা আদায় করতে হবে। এ ব্যতীত সে সালাতের অন্য কোন কাফ্ফারা নেই। (কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ "আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম কর।" মূসা (র.) বলেন, হাম্মাম (র.) বলেছেন যে, আমি তাকে (কাতাদা (র.) পরে বলতে শুনেছি, "আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম কর।" হাব্বান (র.) আনাস (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

banglainternet.com

٣٨٩. بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُوْلَى فَالْأُوْلَى

৩৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ একাধিক সালাতের কাযা ধারাবাহিকভাবে আদায় করা।

٥٧١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى هُوَ ابْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتّٰى غَرَبَتْ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَصَلّٰى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ .

৫৭১ মুসাদ্দাদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধকালে এক সময় উমর (রা.) কুরাইশ কাফিরদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, সূর্যাস্তের পূর্বে আমি আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি, (জাবির (রা.) বলেন) তারপর আমরা বুতহান উপত্যকায় উপস্থিত হলাম। সেখানে তিনি সূর্যাস্তের পর সে সালাত আদায় করলেন, তারপরে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

٣٩٠. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ السَّامِرُ مِنَ السَّمَرِ وَالْجَمِيْعُ السُّمَّارُ وَالسَّامِرُ هٰهُنَا فِيْ مَوْضِعِ الْجَمِيْعِ

৩৯০. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতের পর গল্প গুজব করা মাকরূহ।(পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত) " سَامِرُ " শব্দটি " السُّمَّارُ " ধাতু থেকে নির্গত।এর বহুবচন " السُّمَّارُ " এ আয়াতে " سَامِرُ " শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

٥٧٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيْ إِلٰى أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِيْ حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيْرَ وَهِيَ الَّتِيْ تَدْعُوْنَهَا الْأُوْلٰى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلٰى أَهْلِهِ فِيْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ .

৫৭২ মুসাদ্দাদ (র.).....আবূ মিনহাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে আবূ বারযা আসলামী (রা.)-এর নিকট গেলাম। আমার পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ. ফরয সালাতসমূহ কোন সময় আদায় করতেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-যুহরের সালাত যাকে তোমরা প্রথম সালাত বলে থাক, সূর্য ঢলে পড়লে আদায় করতেন। আর তিনি আসরের সালাত এমন

banglainternet.com

সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ সূর্য সজীব থাকতেই মদীনার শেষ প্রান্তে নিজ পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারত। মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গেছি। তারপর আবূ বারযা (রা.) বলেন, ইশার সালাত একটু বিলম্বে আদায় করাকে তিনি পসন্দ করতেন। আর ইশার আগে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা তিনি অপসন্দ করতেন। আর এমন মুহূর্তে তিনি ফজরের সালাত শেষ করতেন যে, আমাদের যে কেউ তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

٢٩١. بَابُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

৩৯১. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার পর জ্ঞানচর্চা ও কল্যাণকর বিষয়ের আলোচনা।

٥٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيْرَانُنَا هٰؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَنَسٌ نَظَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ قَالَ الْحَسَنُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُوْنَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الْخَيْرَ قَالَ قُرَّةُ هُوَ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৫৭৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাব্বাহ্ (র.).....কুর্‌রা ইব্ন খালিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হাসান (বসরী (র.)-এর অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি এত বিলম্বে আসলেন যে, নিয়মিত সালাত শেষে চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসল। এরপর তিনি এসে বললেন, আমাদের এ প্রতিবেশীগণ আমাদের ডেকেছিলেন। তারপর তিনি বললেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপেক্ষায় ছিলাম। এমন কি প্রায় অর্ধেক রাত হয়ে গেল, তখন এসে তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর আমাদের সম্বোধন করে তিনি বললেন ঃ জেনে রাখ ! লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে, তবে তোমরা যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ সালাতেই রত ছিলে। হাসান (বসরী (র.) বলেন, মানুষ যতক্ষণ কল্যাণের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ তারা কল্যাণেই নিরত থাকে। কুর্‌রা (র.) বলেন, এ উক্তি আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীসেরই অংশ।

٥٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ

banglainternet.com

فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى مَا يَتَحَدَّثُوْنَ مِنْ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَاِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ اَنَّهَا تَخْرِمُ ذَالِكَ الْقَرْنَ .

৫৭৪ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার তাঁর শেষ জীবনে ইশার সালাত আদায় করে সালাম ফিরবার পর বললেনঃ আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি ? আজ থেকে নিয়ে একশ' বছরের মাথায় আজ যারা ভূ-পৃষ্ঠে আছে তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর 'একশ' বছরের' এ উক্তি সম্পর্কে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আজকে যারা জীবিত আছে তাদের কেউ ভূ-পৃষ্ঠে থাকবে না। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ শতাব্দী ঐ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটাবে।

٣٩٢. بَابُ السَّمَرِ الضَّيْفِ وَالْاَهْلِ

৩৯২. অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার–পরিজন ও মেহমানের সাথে রাতে কথাবার্তা বলা।

٥٧٥ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّ اَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا اُنَاسًا فُقَرَاءَ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَاِنْ اَرْبَعٍ فَخَامِسٍ اَوْ سَادِسٍ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشْرَةٍ قَالَ فَهُوَ اَنَا وَاَبِيْ وَاُمِّيْ فَلَا اَدْرِيْ قَالَ وَامْرَاَتِيْ وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ اَبِيْ بَكْرٍ وَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ تَعَشّٰى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتّٰى تَعَشّٰى النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضٰى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَتْ لَهُ امْرَاَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ اَضْيَافِكَ اَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ اَوْ مَا عَشَّيْتِهِمْ قَالَتْ اَبَوْ حَتّٰى تَجِيْءَ قَدْ عُرِضُوْا فَاَبَوْا قَالَ فَذَهَبْتُ اَنَا فَاخْتَبَاْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوْا لَا هَنِيْئًا لَكُمْ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا اَطْعَمُهُ اَبَدًا وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا كُنَّا نَاْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ اِلَّا رَبَا مِنْ اَسْفَلِهَا اَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ يَعْنِيْ حَتّٰى شَبِعُوْا وَصَارَتْ اَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَاِذَا هِيَ كَمَا هِيَ اَوْ اَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لِاِمْرَاَتِهِ يَا اُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا قَالَتْ لَا وَ قُرَّةِ عَيْنِيْ لَهِيَ الْاٰنَ اَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَاَكَلَ مِنْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ اِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِيْ يَمِيْنَهُ ثُمَّ اَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْاَجَلُ فَفَرَّقَنَا اِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ اُنَاسٌ اَللّٰهُ اَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَاَكَلُوْا مِنْهَا اَجْمَعُوْنَ اَوْ كَمَا قَالَ .

banglainternet.com

৫৭৫ মাহমূদ (র.).....আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আসহাবে সুফ্‌ফা ছিলেন খুবই দরিদ্র। (একদা) নবী ﷺ বললেন ঃ যার কাছে দু'জনের আহার আছে সে যেন (তাঁদের থেকে) তৃতীয় জনকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আর যার কাছে চারজনের আহারের সংস্থান আছে, সে যেন পঞ্চম বা ষষ্ঠজন সঙ্গে নিয়ে যায়। আবূ বকর (রা.) তিনজন সাথে নিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশজন নিয়ে আসেন। আবদুর রাহমান (রা.) বলেন, আমাদের ঘরে এবং আবূ বাকরের ঘরে আমি, আমার পিতা ও মাতা (এই তিন জন সদস্য) ছিলাম। রাবী বলেন, আমি জানি না, তিনি আমার স্ত্রী এবং খাদিম একথা বলেছিলেন কি-না ? আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঘরেই রাতের আহার করেন, এবং ইশার সালাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। ইশার সালাতের পর তিনি আবার (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরে) ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রাতের আহার শেষ করা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বাড়ী ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমানদের কাছে আসতে কিসে আপনাকে ব্যস্ত রেখেছিল ? কিংবা তিনি বলেছিলেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মেহমান থেকে। আবূ বকর (রা.) বললেন, এখনও তাদের খাবার দাওনি ? তিনি বললেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে অস্বীকার করেন। তাদের সামনে হাযির করা হয়েছিল, তবে তারা খেতে সম্মত হননি। আবদুর রহমান (রা.) বলেন, (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) আমি সরে গিয়ে আত্মগোপন করলাম। তিনি (রাগান্বিত হয়ে) বললেন, ওরে বোকা এবং ভর্ৎসনা করলেন। আর (মেহমানদের) বললেন, খেয়ে নিন। আপনারা অস্বস্তিতে ছিলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ কখনই খাব না। আবদুর রাহমান (র.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা লুক্‌মা উঠিয়ে নিতেই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন, সকলেই পেট ভরে খেলেন। অথচ আগের চাইতে অধিক খাবার রয়ে গেল। আবূ বকর (রা.) খাবারের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তা আগের সমপরিমাণ কিংবা তার চাইতেও বেশী। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, হে বনূ ফিরাসের বোন। এ কি ? তিনি বললেন, আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এতো এখন আগের চাইতে তিনগুন বেশী! আবূ বকর (রা.)-ও তা থেকে আহার করলেন এবং বললেন, আমার সে শপথ শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। এরপর তিনি আরও লুক্‌মা মুখে দিলেন এবং অবশিষ্ট খাবার নবী ﷺ-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাদ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সেখানেই ছিল। এদিকে আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মাঝে সে সন্ধি ছিল তার সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায়। (এবং তারা মদীনায় আসে) আমরা তাদের বারজনের নেতৃত্বে ভাগ করে দেই। তাদের প্রত্যেকের সংগেই কিছু কিছু লোক ছিল। তবে প্রত্যেকের সঙ্গে কতজন ছিল তা আল্লাহ্‌ই জানেন। তারা সকলেই সেই খাদ্য থেকে আহার করেন। (রাবী বলেন) কিংবা আবদুর রাহমান (রা.) যে ভাবে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com